BPSC Preli Suggestion

পিএসসির যেকোন নিয়োগ ৩টি পরীক্ষা এবং ৪টি ধাপ অনুসরণ করে চুড়ান্ত করা হয়। প্রথমত প্রিলিমিনারি পরীক্ষা, দ্বিতীয়ত লিখিত পরীক্ষা, তৃতীয়ত ভাইভা এবং সর্বশেষ সন্তোষজনক পুলিশি ভেরিফিকেশন শেষে চুড়ান্ত নিয়োগ দেয়া হয়। তবে আবেদনকারীর সংখ্যা ১০০০ এর কম হলে; প্রিলিমিনারি পরীক্ষা না দিয়ে সরাসরি লিখিত পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়। যেকোন স্টেজে বাদ পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই গুরুত্ব সহকারে প্রতিটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। চলমান পলিটেকনিক নিয়োগটি অনেক ডিপার্টমেন্টের জন্য বহুপ্রতীক্ষিত ও কাঙ্ক্ষিত সার্কুলার। তাই যারা ভাবছেন; আপনার ডিপার্টমেন্টে ১০০০জন প্রার্থী হবে না, তারা ভুল করবেন। যারা বিগত ৫-৬বছরে কোথাও আবেদন করে নাই; তারাও এই নিয়োগে আবেদন করবে। তাই আপনাকে প্রিলি এবং রিটেনের প্রস্তুতি এক সাথেই নিতে হবে। পলিটেকনিক নিয়োগের প্রস্তুতি নিয়ে ধারাবাহিক পোস্টের প্রথম পর্ব....। আজকের পর্ব প্রিলি প্রস্তুতি নিয়ে।

.

প্রস্তুতিঃ

ক) প্রিলিমিনারিঃ ১০০ মার্কস, ১০০টি MCQ, ১ঘন্টা সময় (বাংলা-২০, ইংরেজী-২০, সাধারন জ্ঞান-২০, Dept-৪০)

বুক সাজেশানঃ

১) বিসিএস প্রিলি বাংলা, ইংরেজী, বাংলাদেশ, আন্তর্জাতিক- ৪টি বই

২) Objective Electrical- VK Mehta (ইলেক্ট্রিক্যাল ও ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রো-মেডিক্যাল, আইপিসিটি, টেলিকম ডিপার্টমেন্টের জন্য)

৩) Civil Engineering : Conventional & Objective Type By R.S Khurmi (Civil & Architecture Related Dept)

৪) Mechanical Engineering: Objective by R S Khurmi (Mechanical Related Dept)

৫) Easy Computer, Power of IT Jobs (Computer & ICT Related Dept)

.

সহায়ক বই-

১) হক/প্রাইম পিএসসি নন-ক্যাডার প্রিলি প্রশ্নব্যাংক

২) প্রফেসর নন-ক্যাডার প্রিলি প্রশ্ন ব্যাংক

.

লক্ষ্যনীয়ঃ

১) প্রিলিতে কোন ক্যালকুলেটর নেয়া যাবে না।

২) ভুল উত্তরের জন্য ০.৫ মার্কস কাটা যাবে।

৩) সাধারণত প্রিলিতে পাশ করলেই লিখিত পরীক্ষার জন্য উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তাই ১০০% কনফার্ম না হয়ে উত্তর দেয়া উচিত না।

৪) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উত্তর শেষ করাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। কারন আলাদা OMR Form এ বৃত্ত ভরাট করতে হবে, যা সময়সাপেক্ষ কাজ। তাই পূর্বেই বাসায় মডেল পরীক্ষা দেয়া উচিত সবার।

৫) প্রিলিতে আলাদাভাবে কোন সাবজেক্ট পাশ করা লাগবে না।

.

কিভাবে শুরু করবেন-

১) প্রথমে বিগত সালের পিএসসির প্রশ্ন দেখুন।

২) পিএসসি' র ওয়েবসাইটে সিলেবাস দেয়া আছে। আমাদের গ্রুপেও সিলেবাস ও প্যাটার্ন দেয়া আছে। দেখে টপিকগুলো বুঝুন।

৩) বাংলা, ইংরেজি, সাধারণ জ্ঞানের একটা একটা টপিক শেষ করুন।

৪) ডিপার্টমেন্ট মুল বই একবার রিডিং পড়ুন। বিগত সালের প্রশ্নগুলো দেখুন গাইড থেকে।

৫) ইংলিশ রেফারেন্স বই থেকে পিএসসির টপিকগুলোর প্রস্তুতি নিন।

৬) ১০-১২টি বই না পড়ে; যেকোন একটি বই থেকে প্রিপারেশন নিন। কারণ পড়াই সব নয়। পড়ে সব মনে রাখতে পারাই বড় চ্যালেঞ্জ। একাধিক বই পড়লেও; কোন বই থেকে কোন টপিক পড়েছেন, নোটে লিখে রাখুন। যেন রিভাইজ দিতে পারেন সহজে।

৭) বার বার রিভাইজ দিন।

BPSC Written Suggestion

লিখিতঃ ২০০ মার্কস, ৪ঘন্টা সময় (বাংলা- ৪০, ইংরেজী-৪০, সাধারন জ্ঞান-৪০, ডিপার্টমেন্ট-৮০)

বুক সাজেশানঃ

১) নন ক্যাডার পিএসসি প্রশ্নব্যাংক
২) ডিপার্টমেন্ট পাঠ্য বই

লক্ষ্যনীয়ঃ

* লিখিত পরীক্ষার জন্য উপরোক্ত বইটি অনুসরণ করলেই ৬০-৭০% কমন পাবেন। এর বাহিরে কি পড়া উচিত, প্রশ্নব্যাংক পড়লেই বুঝতে পারবেন।
** দীর্ঘ ৪ঘন্টা লেখালিখি করা বোরিং কাজ, তাই লিখিত পরীক্ষার পূর্বে বাসায় বেশি বেশি লেখালিখি করুন।
*** লিখিত পরীক্ষায়ও ক্যালকুলেটর নেয়া যাবে না। কারন সব থিউরি আসবে। ম্যাথ আসবে না। ম্যাথ আসলে, লিখিত পরীক্ষার নোটিশে ক্যালকুলেটর নিতে বাধ্যবাধকতা থাকবে না।
**** ডিপার্টমেন্টে ২৪ মার্কস পেতে হবে এবং সর্বোপরি ৮০ মার্কস পেলেই লিখিত পরীক্ষায় কৃতকার্য হবেন। তবে বর্তমানে ৬০-৭০% মার্কস না পেলে ভাইভাতে ডাক পাওয়া কঠিন।
.

ভাইভাঃ

৫০ মার্কস (উপ-সহকারী প্রকৌশলী)/ ১০০ মার্কস (সহকারী প্রকৌশলী)

লক্ষ্যনীয়ঃ

১) লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে BPSC Form-5A পুরন করে, সাথে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস সংযুক্ত করে পিএসসিতে পাঠাতে হবে অথবা হাতে হাতে দিয়ে আসতে পারবেন। প্রয়োজনীয় নির্দেশনা লিখিত পরীক্ষার রেজাল্টের নোটিশে দেয়া হবে।
২) প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস পাঠানোর পরে পূনরায় ভাইভার জন্য লিস্ট ও তারিখ প্রকাশ করবে পিএসসির ওয়েবসাইটে। তাই পিএসসির ওয়েবসাইটে নজর রাখতে ভুলবেন না।
৩) পিএসসির ভাইভা মানেই সকল বিষয়ের পান্ডিত্য প্রদর্শন করতে হবে। তাই বাংলা, ইংরেজী, সাধারন জ্ঞান, ডিপার্টমেন্ট, নিজ জেলা, মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু এবং সংশ্লিষ্ট পদের কাজ ও মন্ত্রনালয় সম্পর্কে বিস্তারিত বিশদভাবে জেনে যাবেন। সাধারনত আপনার দেয়া উত্তরের সুত্র ধরেই স্যাররা পরবর্তী প্রশ্ন করে থাকে।
.

পুলিশ ভেরিফিকেশনঃ

ভাইভায় উত্তীর্ণদের জন্য সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জ পুলিশ ভেরিফিকেশন। পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরমে স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা একই রাখুন, অনলাইন আবেদন ফরমেও একই রাখবেন। ঝামেলা অর্ধেক কমবে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সাথে রাখুন। সাথে পকেটের স্বাস্থ্য ভাল রাখুন। পুলিশ ভেরিফিকেশনে আপনার স্থায়ী ঠিকানা, বর্তমান ঠিকানা, যে সকল কলেজে পড়াশুনা করেছেন সেখানকার প্রত্যয়নপত্র এবং ৫বছরের অধিক কোথাও অবস্থান করলে সেখানেও স্থানীয় পুলিশ ভেরিফিকেশন করবে। আপনার নাম ও পরিচয় স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের জানিয়ে রাখুন, যেন ভেরিফিকেশনের জন্য পুলিশ জনপ্রতিনিধিদের কল দিয়ে সঠিক তথ্য পেতে পারে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা আপনাকে এবং আপনার বাড়ি না চিনলে, ঠিকানা ভেরিফিকেশনে সমস্যায় পড়বেন। সর্বোপরি তাদের দাবী-দাওয়া আদায় করতে ভুলবেন না।
.

উপসংহারঃ

পরিশেষে পিএসসির চাকুরী শতভাগ সরকারি জব। আবেদন থেকে শুরু করে চুড়ান্ত নিয়োগ পেতে ১/২বছর লেগে যেতে পারে। কিন্তু একবার জব হয়ে গেলে, সহজে আর যাবে না। রডের পরিবর্তে বাঁশ দিলেও যাবে না। দুর্নীতির যথেষ্ট সুযোগ থাকবে, তবে বিচক্ষণতার সহিত থাকলে দুর্নীতি না করেও সরকারি জব করা সম্ভব। অপরদিকে যারা ভাবেন পিএসসির অধীনে নন-ক্যাডার পদের সকল চাকুরী সরকারি থাকবে সারাজীবন; তাদের অবগতির জানানো যাচ্ছে যে, সরকার রাষ্ট্র

পরিচালনার সুবিধার্তে যেকোন সময় যেকোন অধিদপ্তর কিংবা মন্ত্রনালয়কে ভেঙ্গে স্বায়ত্বশাসিত, আধা স্বায়ত্তশাসিত কিংবা কোম্পানিতে রুপান্তর করতে পারে। অতীতে বহু নজির রয়েছে। তবে চাকরি হারাবেন না, এটা কনফার্ম; যদি গুরুতর কোন অপরাধ না করে থাকেন।

SCHOOL OF ENGINEERS